ভিতালি বিয়ান্কি

লালমাটিয়া পাহাড়

চিক্ ছিল এক চড়ুই পাখি। বয়েস তার বেশি নয়, লাল টুকটুকে মাথা। যখন তার বয়েস এক বছর, তখন তার বিয়ে হল চিরিকার সঙ্গে; আর তারপর সে ঠিক করল যে, নতুন একটা ঘর বানিয়ে তাতে তারা থাকবে।

'চিক্', চড়ুই পাখিরা যে-ভাষাতে কথা কয় ঠিক সেই ভাষাতে বলল একদিন চিরিকা। 'চিক্, আমরা কোথায় আমাদের ঘর বানাব গো? জানো, এই বাগানের সব কোটরই কিন্তু লোকজনে ভর্তি হয়ে গেছে!'

'বয়ে গেল!' জবাব দিল চিক্; হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, চড়ুইদের ভাষাতেই বলল সে। 'ঠিক আছে, কাউকে তার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সেটা দখল করে নিলেই হবে।'

ঝগড়াঝাঁটি করতে ভীষণ ভালবাসত চিক্, আর তেমন চমৎকার সুযোগ হাতে এলে চিরিকার সামনে নিজের সাহস দেখাতে পেরে খুশি হত খুব। বেচারী লাজুক চিরিকা তাকে একটু ধরে রাখবে কি তার আগেই সে ডাল থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল প্রকাণ্ড এক এ্যাশবেরি গাছের দিকে। সেখানে — ঐ গাছের কোটরে থাকে তার পড়শী। একেবারে হুবহু তারই মতো কমবয়সী চড়ুই, ঠিক যেমন চিক্।

ঘরের মালিককে কিন্তু কাছে-পিঠে দেখা গেল না কোথাও।

'ঘরটা দখল করে নিই', মনে মনে ঠিক করল চিক্, 'ঘরের মালিক ফিরে এলেই চেঁচামেচি জুড়ে দেব যে, আমার বাড়িই দখল করে নিতে চায় সে। গুরুজনরা এসে জড়ো হয়ে যাবে চারদিক থেকে — আর তখন, মজাটা টের পাবে বাছাধন!'

সে এদিকে একদম ভুলে গিয়েছিল যে, পড়শীটি তার বিবাহিত আর তার বৌ আজ পাঁচ দিন ধরে কোটরের মধ্যে ঘর তৈরি করছে।

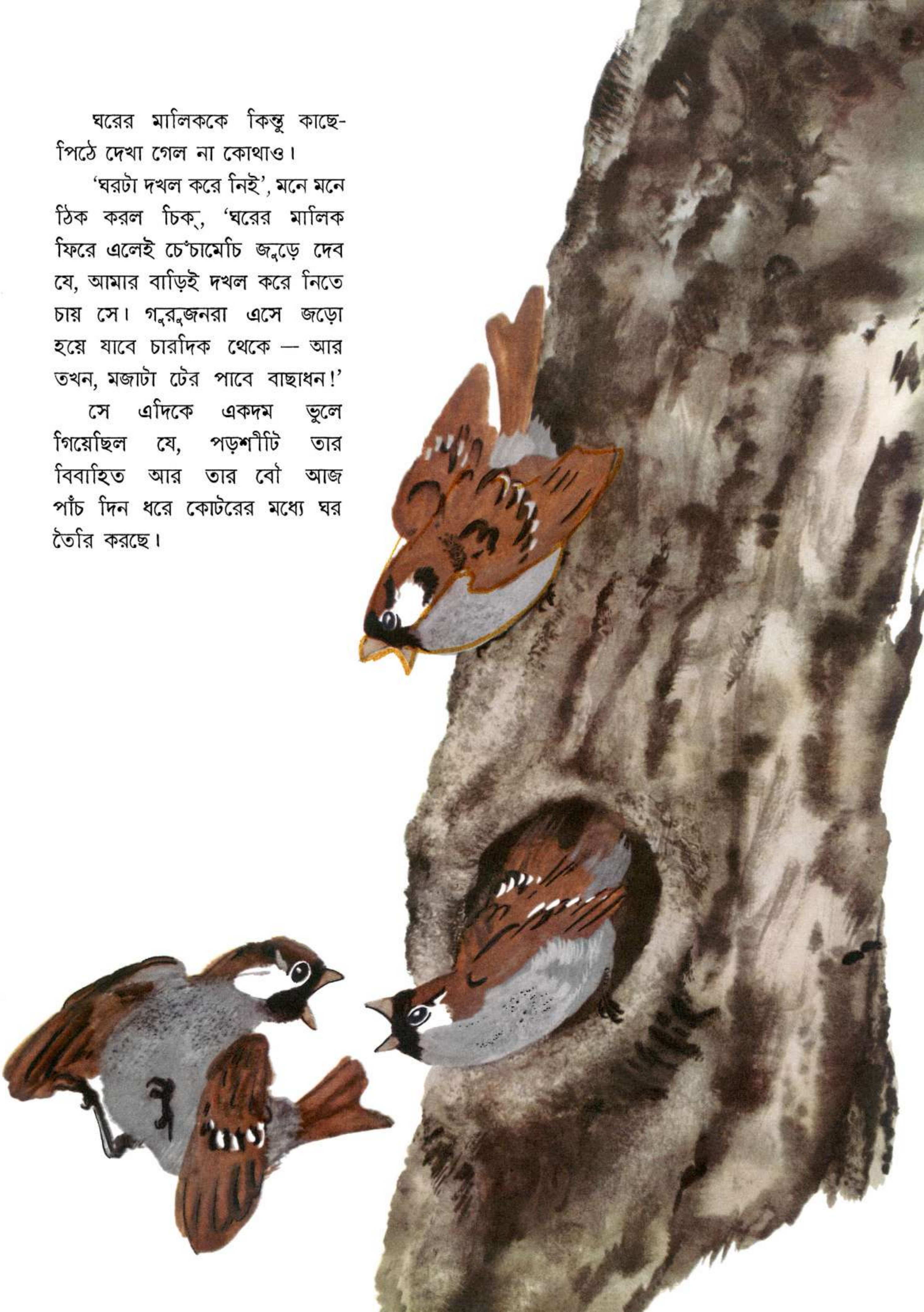

চিক্ তার মাথাটা ফোকরের মধ্যে একটু ঢুকিয়েছে মাত্তর, — আর অমনি, যায় কোথা — কে যে এ্যায়সা এক ঠোকর দিল তার নাকে। যন্ত্রণায় কিচিমিচি করে উঠল চিক্, তিড়িং করে এক লাফে কোটর থেকে সরে এল। এদিকে, পিছন থেকে আবার পড়শী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। ভয়ানক চেঁচামেচি, দুজনেই ঝুটোপুটি লাগাল আকাশে, মাটিতে আছাড় খেল, হাতাহাতিতে জড়াজড়ি করে দুজনেই, শেষকালে গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়ল একটা গর্তের ভিতর।

চিক্ জব্বর লড়াই করল, আর তার প্রতিবেশী বেচারার অবস্থা হয়ে দাঁড়াল বড্ডো কাহিল।

যাই হোক, লড়ালড়ির শব্দে যত বয়স্ক গুরুজন চড়ুই ছিল বাগানে, সব তো ছুটে এসেছে। তারপর যেই না মীমাংসা করা — কে দোষী আর কে নির্দোষ — চিক্‌কে এমন এক কড়া শিক্ষা দিল তারা যে, কী করে দৌড় মারবে সেখান থেকে তার আর দিশা পায় না চিক্।

কোন একটা ঝোপঝাড়ে গিয়ে তার সম্বিত ফিরে এল। এর আগে সেখানটায় কখনো সে আসে নি। তার হাড়গোড় ব্যথা করছে তখন।

ভয়ে জড়সড় হয়ে তার পাশে বসে আছে চিরিকা।

'চিক' এমন করুণ কণ্ঠে বলল চিরিকা যে, চড়ুইরা কাঁদতে পারে না তাই, নইলে কেঁদে ভাসিয়ে দিত চিক্। 'চিক্, আমরা তো আর কখনো আমাদের জন্মভূমি বাগানে ফিরব না, তা আমাদের ছেলেপুলে মানুষ করব কোথায়?'

চিক্ নিজেও বুঝতে পারল যে, গুরুজনদের সামনে পড়লে রক্ষে নেই আর: তারা মারতে মারতে মেরেই ফেলবে তাকে। তবু কিন্তু বুঝতে দিল না সে চিরিকাকে যে, ভয় পেয়েছে সে। এলোমেলো পালকগুলো ঠোঁট দিয়ে সামান্য ঠিকঠাক করে নিল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটু, তারপর হালকাভাবে বলল:

'আর্রে, একটাই তো মোটে ঘর! অন্য জায়গা খুঁজে নেব'খন, দেখো, এর চেয়েও ভালো হবে।'

এর পর যেদিকে দু'চোখ যায় উড়ল তারা — থাকার জন্যে একটা নতুন ঠাঁই চাই।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে তারা উড়েছে যেই, অমনি নজরে এল — এক স্বচ্ছনীল হাসিখুশি নদী আছাড় খাচ্ছে তীরে। নদীর ওপারে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল, বিশাল উঁচু এক লালমাটিয়া পাহাড়, লাল মাটি আর লাল বালিতে গড়া। চুড়োর ঠিক নিচে পাহাড়ের ঢালু গায় অসংখ্য ছিদ্র আর ফোকর দেখা যাচ্ছে। বড় ফোকরের সামনে জোড়ায় জোড়ায় দাঁড়কাক আর লাল-বাদামী শালিক; আর ছোটো

ফোকরগুলো থেকে একটু পর পরই খালি চাতকপাখি বেরুচ্ছে — তাদের শাদা ঝাঁক হালকা মেঘের মতো পাহাড়ের বুকে ভাসছে।

'দেখ, দেখ, কী রকম হাসিখুশি ওরা!' চিরিকা বলে উঠল। 'এস-না, আমরাও এই লালমাটিয়া পাহাড়ে ঘর বাঁধি!'

খুব সতর্কভাবে শালিক আর দাঁড়কাকদের দেখতে লাগল চিক্। সে ভাবছে: 'আছে তো ওরা বেশ! বালিতে নিজেরাই কেমন থাকবার গর্ত খুঁড়ে নিয়েছে। আর আমাকে অন্যের বাড়ি দখল করতে হবে নাকি? হুঁঃ!' ঠিক তখুনি ফের হাড়গোড় তার ভয়ানক ব্যথা করে উঠল।

‘না,’ বলল চিক্, ‘আমার বাপু ভাল্লাগ্ছে না: কী হট্টগোল, এক্কেবারে কালা হয়ে যাব।’

ফের উড়ল তারা দূরের পানে।

সেই দূরে — সেখানে ছিল এক ছোট বন। তার পিছনে — কাঠের তৈরি এক চালাঘর।

চালাঘরের চালে নেমে পড়ল ওরা — চিক্ আর চিরিকা। চিক্ সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করল, ওখানে আর কোনো চড়ুই কি চাতক কিছুই নেই।

'এরকমটিকেই বলে — থাকার জায়গা, বুঝলে!' চিরিকাকে খুশিতে গদগদ বলে উঠল সে। 'দেখেছ, উঠোনে কত খুদকুঁড়ো ছড়ানো-ছিটানো। কেবল আমরাই এখানে থাকব শুধু, আর কাউকে তিসীমানায় ঘেঁষতে দেব না।'

'শ্-শ্!' ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল চিরিকা। 'দেখ, দেখ, কী ভয়ানক দেখতে, ঐ যে — দেউড়িতে।'

সত্যিই তাই: লালচে-বাদামী এক মামদো হুলো শুয়ে আছে দেউড়িতে।

'হুঃ! একটা মোটে!' বুক ফুলিয়ে জবাব দিল চিক্। 'ও আমাদের করবেটা কি? দেখ-না, ব্যাটাকে কি করি এখন!..'

চাল ছেড়ে উঠে পড়ল সে, আর এমন বেগে নিচে নামল সাঁ করে যে চিরিকা পর্যন্ত ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠল।

চিক্ কিন্তু খুব চালাকির সাথেই বিল্লীর নাকের ঠিক নিচে পড়ে-থাকা রুটির টুকরোটা তুলে নিল, আর তারপর — এ-ই, এ-ই — ব্যস্ ফের চালের ওপরে।

এক বিন্দুও নড়নচড়ন হল না বেড়ালটার, কেবল শুধু এক চোখ খুলে পিট্‌পিট্‌ করল আর ডানপিটেটার দিকে তাকিয়ে রইল তীক্ষ্ণভাবে।

'কেমন, দেখলে তো?' অহঙ্কারে ফেটে পড়ল চিক্‌। 'আর তুমি কি না ভয়েই সারা!'

চিরিকা তর্ক করল না তার সঙ্গে। দুজনেই এবারে ঘর বাঁধার জন্যে সুবিধামতো এক চিলতে জায়গা খুঁজে পেতে দেখতে লাগল।

চালের নিচেই বেশ বড় একটা ফুটো দেখতে পেল তারা। সেখানে তারা টেনে হিঁচড়ে খড়কুটি এনে জড়ো করল প্রথমে, তারপরেতে ঘোড়ার চুল, রোঁয়া আর পালক।

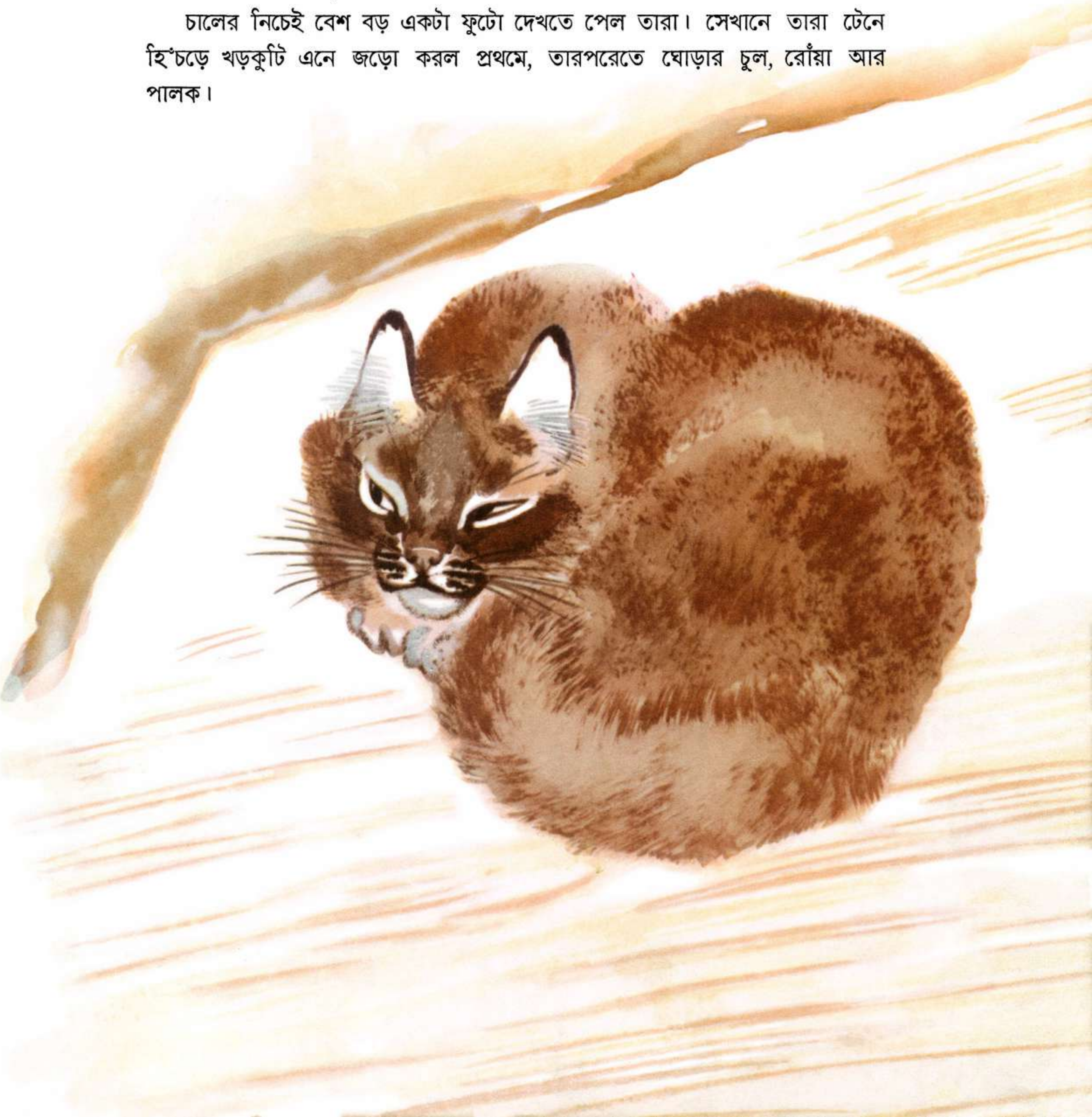

এক সপ্তাহও পার হল না, চিরিকা তার প্রথম ডিম পাড়ল বাসায় — খুদি ডিম, সমস্তটুকু গোলাপী-খয়েরী ফুটকির। চিক্ এত খুশি হয়ে উঠল ডিম দেখে যে, স্ত্রী ও নিজের সম্মানে এমন কি সে গান বেঁধে ফেলল:

চিরিক্, চিক্-চিক্
চিরিক্, চিক্-চিক্
চিকি-চিকি-চিকি-চিকি
চিকি, চিক্, চিরিক্!

গানটার বিন্দুমাত্র কোনো অর্থ ছিল না ঠিকই, তবু কিন্তু বেড়ার ওপর লাফাতে-লাফাতে গলা না ছেড়ে পারল না সে।

মোট ছ'টা ডিম হল যখন তার বাসায়, চিরিকা তখন ডিমে তা দিতে বসল।

চিক্ বেরিয়ে গেল বৌয়ের জন্যে পোকামাকড়-কীটপতঙ্গ ধরে আনতে, কেননা

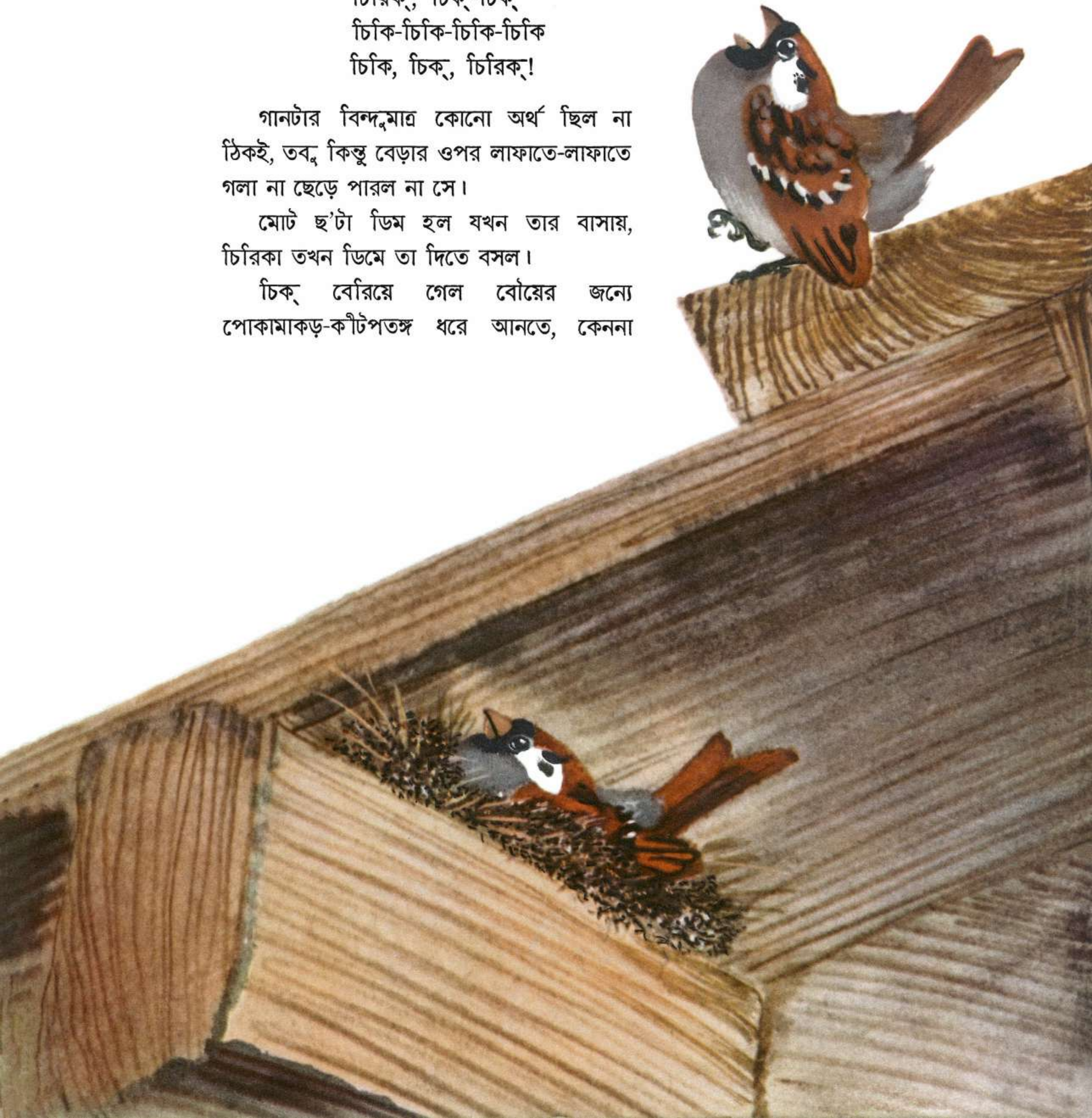

এখন থেকে তাকে খুব হালকা খাবারদাবার খাওয়ান দরকার। চিকের সামান্য দেরী হচ্ছে দেখে চিরিকার ইচ্ছে হল এক নজর দেখে আসে কোথায় গেল চিক্।

সবেমাত্র সে নাকটা বের করেছে বাইরে, আর দেখে কী! বড় বড় নখ বের করা এক থাবা ঠিক তার পিছনেই। দৌড়ে গেল চিরিকা — আর তার এক গোছা পালক অমনি হুলোর থাবার মধ্যে চলে গেল। আরেকটু, একটুখানি গেলেই — দফারফা হয়েই গিয়েছিল।

তার সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নিল বেড়ালটা, তারপর কোটরের মধ্যে থাবা ঢুকিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে তছনছ করে ফেলল বাসাটা: খড়কুটি, পালক, রোঁয়া সব লণ্ডভণ্ড করে একাকার। বৃথাই চেঁচামেচি করে সারা হল চিরিকা, ঠিক সময়ে ফিরে এসে মহাবিক্রমে বিড়ালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল চিক্ — তাও বৃথাই। সাহায্য করতে একজনও কেউ এল না। বাদামী-চুলো দস্যুটা তাদের মহামূল্যবান ছ'টা ডিমই ধীরেসুস্থে বসে বসে খেল। তাদের হালকা ফাঁকা বাসা বাতাস এসে উড়িয়ে দিল, চাল থেকে ঝাঁটিয়ে নিয়ে ফেলে দিল মাটিতে।

সেই দিনই কাঠের চালাঘর ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে এল তারা; এবারে বনের ভিতরে, লালচে-বাদামী হুলো থেকে দূরে থাকবে তারা।

তাদের ভাগ্য ভাল যে, বনের মধ্যে খালি কোটর পেয়ে গেল। পুনর্বার তারা খড়কুটো টেনে আনতে শুরু করল, পুরো সপ্তাহ ভর খাটাখাটুনি করে ঘর তৈরি করে ফেলল।

এবার তাদের প্রতিবেশী হল তিন পক্ষিদম্পতি: ঠোঁটমোটা ফিঞ্চ কর্তা-গিন্নী, রঙচঙে বাহারে পতঙ্গভুক-পতঙ্গভুকী আর খুব সৌখিন সুবর্ণফিঞ্চ কর্তা-গিন্নী। প্রত্যেক দম্পতিরই নিজের ঘরদোর আছে, খাবারদাবারও ঘরে আছে যথেষ্ট; হলে কি হয় — চিক্ কিন্তু এমন সব পড়শীর সাথেও ঝগড়াঝাঁটি শুরু করল। কারণ সোজা: দেখ, আমার গায়ে কী শক্তি, কত সাহস আমার, — এসবের হামবড়াই দেখানো।

কেবল ফিঙেপাখি দেখা গেল তার চেয়ে বেশি শক্তি ধরে, আর ভালমতো দিয়েওছে সে একদিন ডানপিটেটাকে। তখন থেকে সাবধান হয়ে গেছে চিক্: ঝগড়াঝাঁটি থেকে তার মন উঠে গেছে, তবে এখন খালি পড়শীদের কাউকে আশপাশ দিয়ে উড়ে যেতে দেখলেই পালক খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে আর গলা ফাটিয়ে কিচিরমিচির করে। এর জন্যে পড়শীরা তার ওপর রাগ করে না: অন্যের সামনে তারা নিজেরাও শক্তি, সাহস দেখাতে ভালবাসত কিনা তাই।

বিপদসঙ্কেতের সাড়া সর্বপ্রথম ফিঙের কাছ থেকেই এল। চড়ুইদের থেকে বেশ দূরেই থাকে সে, তবু চিক্ ঠিক শুনতে পেল তার উঁচু গলার বিপদসঙ্কেত: র্‌র্‌ম্-পিঙক্-পিঙক! র্‌র্‌ম্-পিঙক্-পিঙক্!

'জলদি, জলদি!' চিরিকাকে হেঁকে উঠল চিক্। 'শুনছ, ফিঙে পিঙক্-পিঙক্ করছে, — দারুণ বিপদ!'

আর সত্যিই তাই: ভয়ঙ্কর একটা-কিছু তাদের কাছাকাছি এসে গেছে। ফিঙের পর চেঁচিয়ে উঠল সুবর্ণফিঙে, আর তক্ষুনি রঙচঙা বাহারে পতঙ্গভুকও। চড়ুইদের থেকে মাত্র চারটে গাছ পেরিয়ে পতঙ্গভুক থাকে। সে যদি দুশমনকে দেখতে পেয়ে থাকে, তার মানে তো — শত্তুর একদম কাছিয়ে এসে গেছে।

চিরিকা কোটর থেকে বাইরে উড়ে গিয়ে একটা ডালে চিকের পাশে বসে পড়ল। পড়শীরা বিপদসংবাদ জানিয়ে দিল তাদের, আর তারা সবাই বিপদের মুখোমুখি হবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল।

ঝোপের ভিতর ঝিলিক দিয়ে উঠল ফুলো-ফুলো লালচে-বাদামী রোঁয়া, আর নিষ্ঠুর শত্রু তাদের — মামদো হুলো — ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। সে দেখল যে, পড়শীরা চড়ুইদের কাছে তার খবর ফাঁস করে দিয়ে বসে আছে, ঘরের ভেতর চিরিকাকে আর পাকড়াও করা যাচ্ছে না। সে খাপ্পা হয়ে গেল।

হঠাৎ ঘাসের মধ্যে তার লেজের ডগাটা নড়ে উঠল, কুঁচকে উঠল চোখদুটো: হুলো দেখল চড়ুইদের ঘর। তবে আর কি! চড়ুইয়ের আধ-ডজন ডিমই কি আর ঘরে না আছে? না, প্রাতরাশটা মন্দ হবে না। জিভে তার জল এসে গেল। হাঁচড়পাঁচড় করে গাছটায় উঠে পড়ল হুলো, কোটরের ভিতরে থাবা মারল।

চিক্ আর চিরিকা সারা বনের উপর উড়ে উড়ে কিচিরমিচির করে চেঁচামেচি করল। কিন্তু, তাদের সাহায্যের জন্যে একজনও কেউ এল না। পড়শীরা সবাই যে যার নিজের জায়গায় বসে রইল আর ভয়ে শোরগোল তুলল ভয়ানক। প্রত্যেক দম্পতিই নিজ নিজ ঘরের জন্যে ভয় পাচ্ছিল।

হুলো তার থাবার নখ দিয়ে চিক্-চিরিকার ছোট্টো বাসা আঁকড়ে ধরল, তারপর গাছের কোটর থেকে বের করল সেটা।

এবার কিন্তু সে বেশ আগেভাগে চলে এসেছিল: হাজার খুঁজেও একটা ডিমও বাসায় পায় নি।

তখন কী আর করে? বাসাটা ছুঁড়ে ফেলল, আর নিজেও লাফিয়ে পড়ল মাটিতে। চড়ুইদুটো চেঁচাতে চেঁচাতে তার সঙ্গে সঙ্গে চলল।

তার ঝোপটার কাছে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ল হুলো আর ওদের পানে এ্যায়সা চোখ পাকিয়ে তাকাল, যেন ঠিক বলতে চাইছে: 'দাঁড়াও, সোনার চাঁদ, একটু দাঁড়াও! বলি, আমার কাছ থেকে পালাবি কোথা? ফের নতুন ঘর বাঁধ, যেখানে খুশি ডিমে তা দে, আমি ঠিক আসব, ওগুলো খাব, আর তোরাও তখন বাদ যাবি না!' তারপর এমন ভয়ানকভাবে গর্‌র্‌র্ করে উঠল যে ভয়ে চিরিকা থরথর করে কাঁপতে লাগল।

বিল্লী তো চলে গেল, এদিকে চিরিকার সাথে সাথে চিক্‌ও তাদের ভাঙা বাসার জন্যে হা-হুতাশ, কান্নাকাটি করতে লাগল।

তারপর এক সময় বলে উঠল চিরিকা:

'চিক্, জানো দিন কয়েকের মধ্যেই নির্ঘাত ফের আমি ডিম পাড়ব। তাড়াতাড়ি

উড়ে যাই চল, নদীর ওপারে যেখানে হোক একটা জায়গা খুঁজে-পেতে দেখি গে। সেখানে তাহলে বিল্লী আর নাগাল পাবে না আমাদের।'

চিরিকা জানত না যে, নদীর ওপর পুল আছে; আর হুলো ঘন ঘন ঐ পুলের ওখানে যায়। চিক্‌ও জানত না একথা।

'ঠিক আছে, ওড়া যাক,' রাজী হয়ে গেল সে।

আবার তারা উড়ে চলল।

শিগ্‌গিরই তারা একেবারে লালমাটিয়া পাহাড়ের নিচে এসে গেল।

'আমাদের কাছে, এখানে — আমাদের কাছে এস!' ওদের পানে নিজেদের ভাষায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করতে লাগল চাতকপাখিরা। 'আমাদের লালমাটিয়া পাহাড়ে জীবন খুব হাসিখুশি সুন্দর।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' চেঁচিয়ে উঠল চিক্‌, 'আর নিজেরা বুঝি ঝগড়া করবে?'

'ঝগড়া করব কি জন্যে?' জবাব দ্যায় চাতকপাখিরা। 'এখানে নদীর ওপর এত মশামাকড় যে সবাই খেয়ে শেষই করতে পারি না; আমাদের লালমাটিয়া পাহাড়ে অনেক গর্ত খালি পড়ে আছে, পছন্দসই যেটা ইচ্ছে নাও-না।'

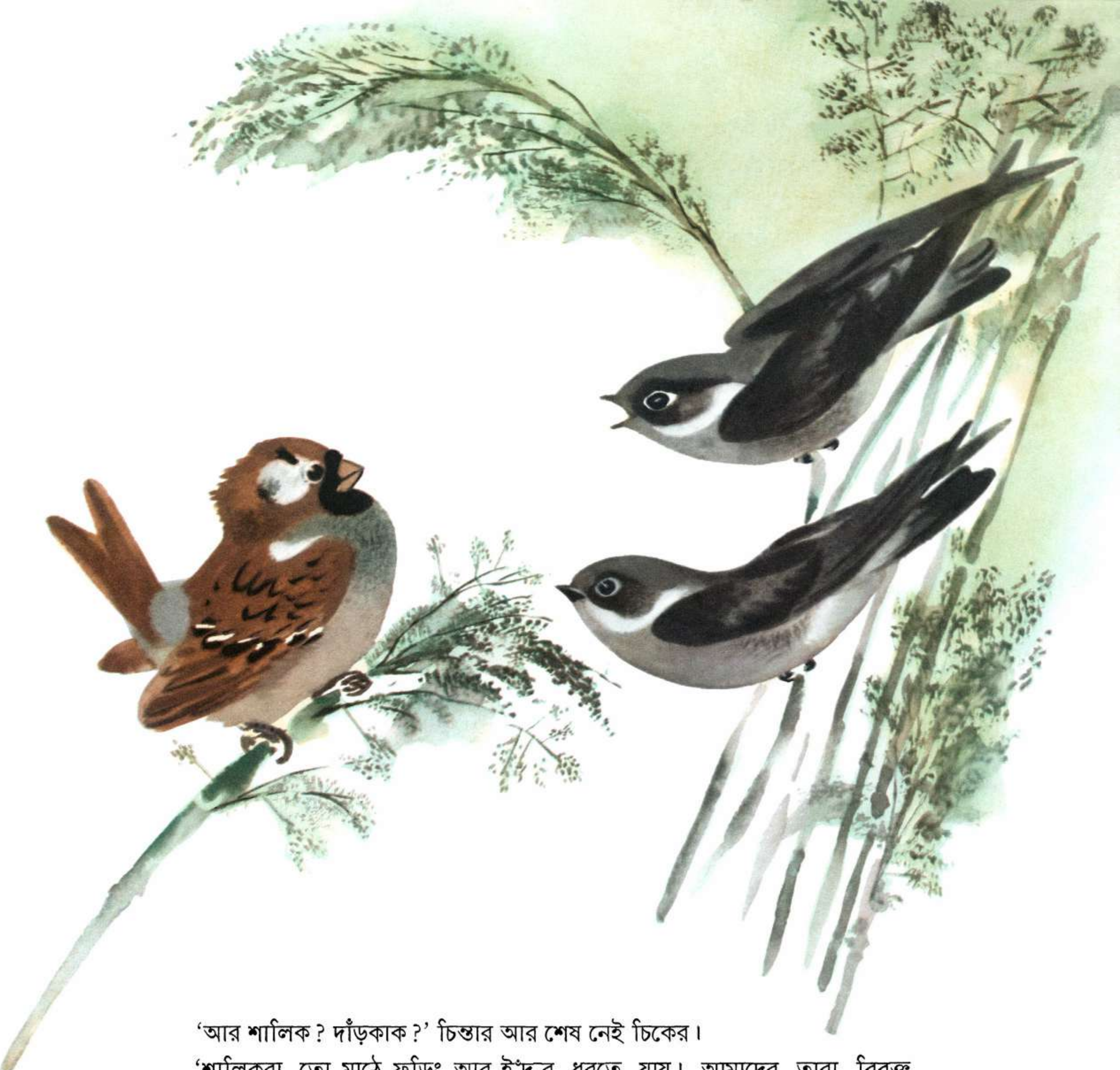

'আর শালিক? দাঁড়কাক?' চিন্তার আর শেষ নেই চিকের।

'শালিকরা তো মাঠে ফড়িং আর ইঁদুর ধরতে যায়। আমাদের তারা বিরক্ত করে না। আমরা সবাই এখানে বন্ধুর মতন।'

আর চিরিকা বলতে লাগল:

'উড়ে উড়ে কতই তো খুঁজলাম, এর চেয়ে সুন্দর জায়গা বাপু আর তো দেখি নি। এস-না, এখানেই থাকি।'

'চল তবে, যাওয়াই যাক!' চিক্ রাজী হয়ে যায়। 'বলছে যখন খালি জায়গা আছে আর ঝগড়াঝাঁটিও নাকি করে না কেউ, — পরখ করে দেখা যাক।'

নীচে, নদীর দিকে, নেমে উড়ে চলল তারা। আর ঠিকই তো: না শালিক, না দাঁড়কাক কেউই তো কিছু বলল না।

পছন্দসই গর্ত খুঁজতে লেগে গেল তারা: যেন বেশি গভীর না হয়, আর গর্তের মুখ যেন বেশ চওড়া হয়। পেয়েও গেল তারা ওরকম — দুটো, পাশাপাশি।

একটায় তারা ঘর তৈরি করল, চিরিকা বসল ডিম পাড়তে; আর অন্যটায় চিক্ রাত কাটাত।

চাতক, দাঁড়কাক আর শালিক — সকলেরই অনেক দিন হল ছেলেপুলে হয়েছে। একা চিরিকাই কেবল তার অন্ধকার গর্তের ভিতরে ধৈর্য সহকারে বসে রইল। সকাল থেকে সন্ধ্যে তক চিক্ তাকে খাবারদাবার দিয়ে এল।

দু'সপ্তাহ কেটে গেল এমনিভাবে। লালচে-বাদামী হুলোর পাত্তা নেই। চিক্-চিরিকা ভুলেই গেল তার কথা।

চিক্ তো খুব অধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে লাগল কখন ছানা হবে। প্রত্যেক বার যখনই সে চিরিকাকে পোকাটা কি মাছিটা দিয়ে আসতে গেছে, জিজ্ঞেস করেছে:

'হ্যাঁ গো, ঠুক্ করেছে, ঠুক্ করেছে?'

'উঁহুঁ, এখনো ঠুক্ করে নি।'

'করবে নাকি শিগ্‌গির?'

'শিগ্‌গির, খুব শিগ্‌গির,' চিরিকা ধৈর্যের সাথে উত্তর দিল।

একদিন সকালে গর্ত থেকে চেঁচিয়ে তাকে ডাক দিল চিরিকা:

'দৌড়ে এস, জলদি! ঠুক্ করেছে একটা!'

চিক্ তক্ষুনি হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল। সে শুনতে পেল, একটা ডিমের খোলের ভিতর থেকে — শোনা যায় কি যায় না — ঠুক্ ঠুক্ ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাচ্ছে তাদের ছানা।

খুব সাবধানে চিরিকা তাকে সাহায্য করতে লাগল: খোলটার নানান জায়গায় একটু-একটু ফাটিয়ে দিল।

কয়েক মিনিট বাদ — ব্যস, ডিম থেকে বেরিয়ে এল ছানা: এ্যাত্তোটুকু, ন্যাংটো, চোখ ফোটে নি।

সরু-সরু ঘাড়ের ওপর তার বিরাট বড় ন্যাড়া মাথাটা দুলছে।

'আরে, কি মজার দেখ দেখি!' চিক্ অবাক হয়ে যায়।

'মজারটা কি দেখলে?' অপমানিতা বোধ করে চিরিকা। 'কী ছুন্দোর আমার ছানাপুনি! তোমাকে বাপু কিছু করতে হবে না, যাও তো এখন — ডিমের খোলটা নিয়ে বাসা থেকে দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে এস।'

চিক্ খোলটা নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই দ্বিতীয় ছানা চিঁক্চিঁক্ করে উঠল, আর তৃতীয়টাও তার খোলের ভিতর ঠুক্ ঠুক্ ঠোকরাতে লাগল।

আর ঠিক তক্ষুনি লালমাটিয়া পাহাড় জুড়ে বিপদসঙ্কেত শুরু হয়ে গেল। নিজেদের গর্তে বসে চড়ুইদুটো শুনতে পাচ্ছিল হঠাৎ কী রকম কর্ণভেদী চিৎকার জুড়ে দিয়েছে চাতকপাখিগুলো।

চিক্ লাফিয়ে নেমে পড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এল খবর নিয়ে যে, লালচে-বাদামী বিড়ালটা খাড়া পাড়টায় হাঁচড়-পাঁচড় করে ওপরে উঠছে।

'আমাকে দেখতে পেয়ে গেছে!' চিক্ আর্তনাদ করে উঠল। 'ও এক্ষুনি এখানে এসে ছানাগুলো আর আমাদের একসাথে টেনে বের করবে। জল্দি, জল্দি! এখান থেকে কেটে পড়ি চল।'

'না,' বিমর্ষভাবে বলল চিরিকা। 'আমার ছোট ছোট ছানাদের ফেলে কোথাও যাচ্ছি না আমি। যা হবার তা হবে।'

চিক্ যতই ডাকুক না কেন, সে ঘর ছেড়ে বেরুবার নামই করল না।

তখন গর্ত থেকে উড়ে বেরিয়ে গেল চিক্, আর পাগলের মতো ছুটোছুটি করল হুলোর চারদিকে। আর এদিকে — হুলো খাড়া পাড়টায় উঠছে তো উঠছেই। তার মাথার উপর মেঘের মতো কালো হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে চাতকপাখির দল; দেখতে

পেয়ে ডাক ছেড়ে ছুটে এল দাঁড়কাক আর শালিকরা সাহায্যের জন্যে।

হুলো তো হেঁচড়ে-হিঁচড়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে পড়ল, তারপর গর্তগুলো যেদিকটায় সেদিকটা তার থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরল।

এখন শুধু পাখির বাসার জন্যে অন্য থাবাটা ঢুকিয়ে ছানাপোনা আর ডিম সুদ্ধু চিরিকাকে টেনে বের করে আনাটাই বাকী।

ঠিক সেই মুহূর্তে হল কী—একটা শালিক ওর লেজে ঠোকর লাগিয়েছে, অন্য আরেকটা তার মাথায়, আর দুটো দাঁড়কাক হুলোর ঠিক শিরদাঁড়া বরাবর ঠোকরাতে লাগল।

যন্ত্রণায় ফোঁস-ফোঁস করতে লাগল হুলো, ঘুরে দাঁড়াল, সামনের থাবাটা দিয়ে ছোঁ মারল

পাখিগুলো ধরার জন্যে। কিন্তু পাখিরা তার নাগাল এড়িয়ে গেল, আর সে নিজে ডিগবাজি খেয়ে গড়াতে গড়াতে পাহাড় থেকে নীচে পড়ল। আঁকড়ে ধরার কিচ্ছুটি নেই; সে পড়তে থাকে, সেই সঙ্গে বালিও ঝুরঝুর করে পড়তে থাকে তার সাথে সাথে — যত যায় তত বেশি বালি পড়ে, যত যায়, তত বেশি বালি পড়ে।

পাখিগুলো এখন নজর করে আর দেখতে পাচ্ছে না বিড়ালটা কোথায়; পাহাড়ের খাড়া গায়ে শুধু লাল ধুলোর মেঘ উড়ে উড়ে নামছে। ছুপ্! — পানির উপর গিয়ে থামল মেঘটা। সেটা মিলিয়ে যেতেই পাখিগুলো নদীর মধ্যিখানে বিল্লীটার ভেজা জবজবে মাথা দেখতে পেল। তার পিছন পিছন ধাওয়া করে চিক্ তার মাথার পেছনটায় ঠোকর মারতে লাগল।

বিড়ালটা নদী সাঁতরে ওপারে গিয়ে উঠল। চিক্ তার পিছন ছাড়ল না। হুলো এ্যায়সা ভয় পেল এবার যে চিক্‌কে ধরতে যাওয়ার সাহসই হয় নি, ভেজা লেজটা না তুলে লাফাতে লাফাতে সোজা এক দৌড়ে ঘর।

সেদিন থেকে লালচে-বাদামী হুলোটাকে আর কখনো লালমাটিয়া পাহাড়ের ধারে-কাছে দেখা যায় নি।

মূল রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ: হায়াৎ মামুদ
ছবি এঁকেছেন ইয়ে. চারুশিন

В. БИАНКИ
КРАСНАЯ ГОРКА
На языке бенгали

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

© বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৭৫

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

B $\frac{70802-830}{014(01)-75}$ 710-75